গাংনীতে সাপ্তাহিক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযানের উদ্বোধন

ডেঙ্গুসহ মশাবাহিত বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধে মেহেরপুরের গাংনীতে সাপ্তাহিক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযানের উদ্বোধন করা হয়েছে।

শনিবার সকালে গাংনী উপজেলা পরিষদ চত্বর থেকে এ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযানের উদ্বোধন করেন উপজেলা প্রশাসন ও পৌর প্রশাসন।

ডেঙ্গুসহ মশাবাহিত রোগ প্রতিরোধে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কোনো বিকল্প নেই। মশার প্রজননস্থল ধ্বংস এবং পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখতে সবাইকে সচেতন হতে হবে। তিনি সরকারি বিভিন্ন দপ্তরের পাশাপাশি সাধারণ জনগণকেও এ ধরনের কার্যক্রমে সম্পৃক্ত হওয়ার আহ্বান জানান।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা, উপজেলা ভেটেরিনারি সার্জন, পৌর প্রকৌশলীসহ বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তারা।

গাংনীতে ড্রামট্রাক বিদ্যুতায়িত হয়ে চালকের মৃত্যু, সহকারী আহত

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার পোড়াপাড়া গ্রামে একটি ইটভাটায় মাটি বহনকারী ড্রামট্রাক বিদ্যুতায়িত হয়ে গাড়িতে থাকা জহিরুল ইসলাম
(৪৫) নিহত হয়েছেন।

এ ঘটনায় তার সহকারী সজীব (৩০) গুরুতর আহত হয়েছেন এবং বর্তমানে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। গতকাল শুক্রবার দিবাগত মধ্যরাতে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত জহিরুল ইসলাম গাংনী উপজেলার বামন্দী ইউনিয়নের তেরাইল গ্রামের মৃত আব্দুল মাজিদের ছেলে। আহত সজীব একই উপজেলার মটমুড়া ইউনিয়নের ছাতিয়ান গ্রামের লাল্টু মিয়ার ছেলে।

স্থানীয়রা জানিয়েছেন, পোড়াপাড়া গ্রামের ময়নালের থ্রি-স্টার ইটভাটায় মাটি ফেলে ফেরার সময় ড্রামট্রাকটি অসাবধানতাবশত ইটভাটার বৈদ্যুতিক সংযোগের মেন তারের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে। এতে মুহূর্তেই ট্রাকটি বিদ্যুতায়িত হয়।

বৈদ্যুতিক তারের আগুনে ঝলসে ঘটনাস্থলেই চালক জহিরুল ইসলামের মৃত্যু হয়। এ সময় গুরুতর আহত অবস্থায় সহকারী সজীবকে স্থানীয়রা উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেন। পরে তার শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে রেফার্ড করেন।

ড্রামট্রাকের মালিক কাফিরুল ইসলাম জানান, নিহত জহিরুল ইসলাম প্রায় ৫ বছর ধরে তার ড্রামট্রাকটি চালাচ্ছিলেন। রাতে ইটভাটায় মাটি রেখে ফেরার সময় অসাবধানতাবশত ট্রাকের ড্রাম পুরোপুরি নামানো না থাকায় সেটি বৈদ্যুতিক খুঁটির মেন তারের সঙ্গে স্পর্শ করে বিদ্যুতায়িত হয়।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওসি উত্তম কুমার দাস জানান, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসে। পরে পরিবারের পক্ষ থেকে কোনো অভিযোগ না থাকায় নিহতের মরদেহ স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

গাংনীর রাইপুর ইউনিয়নে ভিজিএফ চাল বিতরণ অনিশ্চিত

বিএনপির দুই গ্রুপের সংঘর্ষের জেরে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার রাইপুর ইউনিয়নে প্রায় ৩২শ অতিদরিদ্র মানুষ ভিজিএফের চাল থেকে বঞ্চিত হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। প্রতিপক্ষের হামলার ভয়ে ইউনিয়ন পরিষদের দায়িত্বশীলরাই পরিষদে যেতে সাহস পাচ্ছেন না বলে অভিযোগ

উঠেছে।

এদিকে উপজেলার অন্য সব ইউনিয়ন পরিষদ ইতোমধ্যে খাদ্যগুদাম থেকে চাল উত্তোলন করে বিতরণ কার্যক্রম শুরু করেছে। কিন্তু রাইপুর ইউনিয়নে এখনো কোনো সিদ্ধান্তই নেওয়া সম্ভব হয়নি। ফলে থমকে আছে ভিজিএফের চাল উত্তোলন ও বিতরণ কার্যক্রম। ঈদ উপলক্ষে সরকারের বরাদ্দ দেওয়া এই চাল পাওয়ার কথা ছিল ইউনিয়নের প্রায় ৩ হাজার ২০০ অতিদরিদ্র মানুষের।

গত মঙ্গলবার দুপুরে স্থানীয় বিএনপির দুই গ্রুপের দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষের জেরে এখনো উপজেলা খাদ্যগুদাম থেকে চাল উত্তোলনই করতে পারেনি ইউনিয়ন পরিষদ। অভিযোগ উঠেছে, প্রতিপক্ষের হামলার আশঙ্কায় ইউনিয়ন পরিষদে যেতে ভয় পাচ্ছেন প্যানেল চেয়ারম্যান, ইউপি সদস্য এবং সচিব পর্যন্ত। ফলে পরিষদের কোনো আনুষ্ঠানিক বৈঠকও করা সম্ভব হচ্ছে না।

এদিকে প্রতিপক্ষ উপজেলা বিএনপির সভাপতি আলফাজ উদ্দীন কালুর লোকজন দেশীয় অস্ত্র নিয়ে ১০ থেকে ১৫টি মোটরসাইকেলে করে ইউনিয়ন পরিষদে এসে হুমকি-ধমকি দিচ্ছে। শুধু তাই নয়, তার ছোট ভাইয়ের দোকান এবং কর্মী-সমর্থকদের বাড়িতেও গিয়ে ভয়ভীতি দেখানো হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন প্যানেল চেয়ারম্যান।

এ পরিস্থিতিতে ভিজিএফের চাল উত্তোলন ও সুষ্ঠুভাবে বিতরণ নিশ্চিত করতে জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের কাছে সহায়তা চেয়েছেন প্যানেল চেয়ারম্যান।

রাইপুর ইউনিয়ন পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান সারগিদুল ইসলাম জানান, আমার প্রতিপক্ষ গাংনী উপজেলা বিএনপির সভাপতি আলফাজ উদ্দীন কালু ষড়যন্ত্র করে আওয়ামী লীগের চেয়ারম্যান গোলাম সাকলায়েন সেপুকে পরিষদে জোর করে বসানোর অপচেষ্টা করেন। তারা বিভিন্ন এলাকা থেকে দেশীয় অস্ত্র, লাঠি-সোঁটা নিয়ে ইউনিয়ন পরিষদ দখল ও চাল উঠলে তা লুট করার ঘোষণা দেন। এতে রাইপুর ইউনিয়নের হতদরিদ্র লোকজন ক্ষিপ্ত হয়ে তাদের প্রতিহত করার ঘোষণা দেন।

গত মঙ্গলবার সকাল ১০টার দিকে শত শত সশস্ত্র লোক নিয়ে ইউনিয়ন পরিষদে এলে এলাকার লোকজন তাদের সেই হামলা প্রতিহত করেন। তারপর থেকে এলাকার সন্ত্রাসীদের ভাড়া করে বুধবার সারাদিন ১০/১৫টি মোটরসাইকেলযোগে সন্ত্রাসীরা পরিষদের আশপাশে আসে এবং নানাভাবে হুমকি-ধমকি দিয়ে আমাকে খুঁজতে থাকে।

তিনি আরও বলেন, অত্র ইউনিয়নের প্রায় ৩২শ হতদরিদ্র মানুষের ভিজিডির চাল উত্তোলন এখন অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। তিনি প্রশাসনের কাছে অনুরোধ জানান প্রশাসনিক সহযোগিতা করে হতদরিদ্রদের মাঝে চাল বিতরণ করতে।

এদিকে এলাকার ভুক্তভোগীরা বলছেন, ইউনিয়ন পরিষদ থেকে ভিজিএফের চাল না পেলে অনেকের ঈদের আনন্দই মাটি হয়ে যাবে। তারা বলেন, আমরা মারামারি বুঝি না। আমরা দরিদ্র মানুষ। আমাদের জন্য বরাদ্দকৃত চাল ঈদের আগেই আমাদের দেওয়া হোক।

গাংনী উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা (পিআইও) আশরাফুল ইসলাম বলেন, বিষয়টির দ্রুত সমাধান না হলে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে চাল বিতরণ অনিশ্চিত হয়ে পড়তে পারে।

স্থানীয়দের প্রত্যাশা, রাজনৈতিক বিরোধ ভুলে দ্রুত প্রশাসনের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতির সমাধান হবে এবং ঈদের আগেই ভিজিএফের চাল পাবেন প্রকৃত উপকারভোগীরা।

উল্লেখ্য, গত মঙ্গলবার বেলা ১১টার দিকে গাংনী উপজেলা বিএনপির সভাপতি আলফাজ উদ্দীন কালু ও বর্তমান প্যানেল চেয়ারম্যান সারগিদুল ইসলামের মধ্যে ভিজিডির চাল বিতরণ ও প্যানেল চেয়ারম্যান নিয়ে দ্বন্দ্বের জেরে সৃষ্ট সংঘর্ষে উপজেলা বিএনপির সভাপতি আলফাজ উদ্দীন কালুসহ উভয় পক্ষের প্রায় ১০ জন আহত হন। আহত আলফাজ উদ্দীন কালুকে উদ্ধার করে প্রথমে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে এবং পরে সেখান থেকে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

এদিকে গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) উত্তম কুমার দাশ বলেন, সংঘর্ষের ঘটনায় এখন পর্যন্ত কোনো পক্ষই লিখিত অভিযোগ দেয়নি। লিখিত অভিযোগ দিলে সে বিষয়ে পদক্ষেপ নেওয়া হবে। সংঘর্ষের ঘটনায় এলাকায় আতঙ্ক বিরাজ করছে।

গাংনীতে পরিত্যক্ত অবস্থায় দুটি বোমা সাদৃশ্য বস্তু উদ্ধার

মেহেরপুরের গাংনীতে পরিত্যক্ত অবস্থায় দুটি বোমা সদৃশ্য বস্তু উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ বুধবার সকাল ১১ দিকে উপজেলার হিজলবাড়িয়া-সাহারবাটি সড়কের কৃষক নিয়ামত আলী ও দানেজ আলীর পেয়াজ ও ভুট্টো ক্ষেতের রাস্তার পাশ থেকে বোমা সাদৃশ্য বস্তু দুটি উদ্ধার করা হয়। বোমা উদ্ধারের ঘটনায় এলাকায় আতঙ্ক বিরাজ করছে।

‎‎সাহারবাটি গ্রামের স্থানীয় বিএনপি নেতা আবু বক্কার জানান, বিএনপি নেতাকর্মীদের ভয় ও আতঙ্ক সৃষ্টি করার লক্ষ্যে আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসীরা বোমা রেখেছে বলে তিনি ধারণা করছেন।

‎‎এলাকার স্থানীয় মানুষ মনে করেন, বোমা সাদৃশ্য বস্তু দুটি সড়কে ডাকাতি কিংবা বিএনপি নেতাকর্মীদের মধ্য আতঙ্ক সৃষ্টি বা,কোন সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে ব্যবহৃত হতে পারে বলে ধারণ করেন।

গাংনী থানার এস আই অঙ্কুশ কুমার জানান, স্থানীয়দের সংবাদের ভিত্তিতে ঘটনাস্থল থেকে লাল টিপ দিয়ে মোড়ানো বোমা সাদৃশ্য বস্তু দুটি উদ্ধার করে পানি ভর্তি বালতিতে রেখে প্রাথমিক অবস্থায় নিষ্ক্রিয় করা হয়েছে।

‎‎এ ব্যাপারে গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) উত্তম কুমার দাস বলেন, বোমা সাদৃশ্য বস্তু উদ্ধারের ঘটনায় তদন্ত করা হচ্ছে। এ ঘটনায় জড়িতদের শনাক্তের চেষ্টা চলছে।

গাংনীতে ঋণের কিস্তি তুলতে

গিয়ে গ্রাহকের হামলায় দুই কর্মী জখম

মেহেরপুরের গাংনীতে ঋণের কিস্তির টাকা তুলতে গিয়ে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা আর্স বাংলাদেশের দুই কর্মী গ্রাহকের হামলার শিকার হয়েছেন।

আহতরা হলেন, আর্স বাংলাদেশের বামন্দী ব্রাঞ্চের ইমরান হোসেন ও মুন্সী সানী রেজা। আহতদের উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার সন্ধ্যায় জেলার গাংনী উপজেলার মহাম্মদপুর পশ্চিমপাড়া এলাকায় এই ঘটনা ঘটে।

আহত ইমরান হোসেন জানান, মহাম্মদপুর গ্রামের খনজর আলীর স্ত্রী হাশিয়ারা খাতুন ৬ মাস আগে ২ লাখ টাকা ঋণ নিয়েছিলেন। ৪ মাস বকেয় হওয়ায় মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ইফতারের সময় সংস্থার চার কর্মী কিস্তির টাকা নিতে তাদের বাড়িতে যান। এক পর্যায়ে তারা আমাদের সঙ্গে খারাপ আচরণ শুরু করে। পরে ধারালো অস্ত্র ও সাবল দিয়ে মারধর করা হয়।

পরে খবর পেয়ে অফিসের অন্যান্য কর্মীরা ঘটনাস্থলে গিয়ে স্থানীয়দের সহায়তায় তাদের উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসেন।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) উত্তম কুমার দাস স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে গিয়ে আহতদের সঙ্গে কথা বলেন। এ বিষয়ে মামলার প্রস্তুতি চলছে।

গাংনীতে জামায়াতের মেয়র

প্রার্থী রবিউল

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী সাংগঠনিক সিদ্ধান্ত মোতাবেক মেহেরপুরের গাংনী পৌরসভার মেয়র প্রার্থী হিসেবে গাংনী উপজেলা জামায়াতের আমীর রবিউল ইসলামের নাম ঘোষণা করা হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার জামায়াত ইসলামীর গাংনী উপজেলা শাখার এক প্রেস বিবৃতির মাধ্যমে এ সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয়।

গাংনীতে ভিজিএফের চাল বিতরণ নিয়ে বিএনপির দু’গ্রুপের সংঘর্ষ, আহত ১০

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার রাইপুর ইউনিয়ন পরিষদের ভিজিএফের চাল বিতরণ ও প্যানেল চেয়ারম্যানের দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করে বিএনপির দুই পক্ষের সংঘর্ষে উপজেলা বিএনপির সভাপতিসহ উভয় পক্ষের অন্তত ১০ জন আহত হয়েছেন।

আহতদের মধ্যে উপজেলা বিএনপি সভাপতি আলফাজ উদ্দিন কালু, ওয়ার্ড বিএনপির সাবেক সভাপতি এলাঙ্গী গ্রামের মোশাররফ হোসেন কালু, স্থানীয় নেতা খাইরুল ইসলাম ও রাসেল আহমেদকে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার বেলা ১১টার দিকে উপজেলার রাইপুর ইউনিয়ন পরিষদের সামনে এই সংঘর্ষ ও ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ার ঘটনা ঘটে।
স্থানীয়দের তথ্যমতে, সকাল ১০টা থেকেই উপজেলা বিএনপি সভাপতি আলফাজ উদ্দিন কালুর লোকজন লাঠি নিয়ে কড়ইগাছি মোড়ে এবং ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান সারগিদুল ইসলামের লোকজন রাইপুর ইউনিয়ন পরিষদের ভেতরে লাঠি নিয়ে অবস্থান করছিলেন।
উত্তেজনা নিরসনে বর্তমানে ঘটনাস্থলে সেনাবাহিনী ও পুলিশ মোতায়েন রয়েছে।

স্থানীয়রা জানিয়েছেন, সরকার পরিবর্তনের পরপরই রাইপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান গোলাম সাকলায়েন সেপুকে সরিয়ে দিয়ে ওয়ার্ড সদস্য সারগিদুল ইসলামকে ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়।

কিন্তু বিএনপির গাংনী উপজেলা সভাপতি আলফাজ উদ্দিন কালু ও তাঁর লোকজন দাবি করেছেন, সারগিদুল ইসলাম অবৈধভাবে ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করছেন।

এ ছাড়া গরিবদের জন্য বরাদ্দ বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা তিনি নিজের লোকজনের মধ্যে ভাগ-বাটোয়ারা করছেন। এর প্রতিবাদ জানাতে মঙ্গলবার বিএনপির স্থানীয় নেতাকর্মীরা ইউনিয়ন পরিষদে আসেন।

গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ উত্তম কুমার দাশ বলেন, বিএনপির দুই গ্রুপের সংঘর্ষের ঘটনায় এলাকায় উত্তেজনা সৃষ্টি হলে ঘটনাস্থলে পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। বর্তমানে এলাকার পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে।

কুতুবপুর স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ পুনর্বহাল

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কুতুবপুর স্কুল অ্যান্ড কলেজের সাবেক ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মো. সুন্নাত আলীকে তাঁর স্বপদে পুনর্বহালের নির্দেশ দিয়েছে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, যশোর। গত ২৬ ফেব্রুয়ারি বোর্ডের কলেজ পরিদর্শক প্রফেসর এস. এম. তৌহিদুজ্জামান স্বাক্ষরিত এক অফিস আদেশ থেকে এ তথ্য জানা গেছে।

আদেশনায় উল্লেখ করা হয়েছে, মো. সুন্নাত আলীর বিরুদ্ধে আনীত মামলাসমূহ পর্যালোচনা করে দেখা গেছে যে, তাঁর চাকরি করার ক্ষেত্রে আদালতের কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই। এর আগে গত ১২ জানুয়ারি গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয় থেকে পাঠানো স্মারক এবং বোর্ডের আপিল অ্যান্ড আরবিট্রেশন কমিটির ৭৮তম সভার সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে এই নির্দেশনা জারি করা হয়।

বোর্ডের নির্দেশনায় বলা হয়েছে, জনাব মো. সুন্নাত আলীকে তাঁর সাময়িক বরখাস্তের তারিখ থেকে যাবতীয় পাওনাদিসহ স্বপদে পুনর্বহাল করতে হবে। আগামী তিন কার্যদিবসের মধ্যে এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করে বোর্ডকে অবহিত করার জন্য প্রতিষ্ঠানটির পরিচালনা পর্ষদের সভাপতিকে অনুরোধ জানানো হয়েছে।

যশোর শিক্ষা বোর্ড এই আদেশের অনুলিপি মেহেরপুরের জেলা প্রশাসক, গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার এবং খুলনা অঞ্চলের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের উপ-পরিচালকসহ সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তরে সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পাঠিয়েছে।

এ বিষয়ে স্থানীয় শিক্ষা সংশ্লিষ্টরা জানান, আদালতের বাধা না থাকায় বোর্ডের এই সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা কার্যক্রমকে আরও গতিশীল করবে।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে সুন্নাত আলী বলেন, “কাথুলী ইউপির সাবেক চেয়ারম্যান আমানুল্লাহ বিশ্বাস কুতুবপুর স্কুল অ্যান্ড কলেজের সভাপতি নিয়োগ হওয়ার পর থেকে শিক্ষক নিয়োগে মোটা অঙ্কের টাকার লেনদেন করতেন। ঘুষ গ্রহণে বাধা দিতে গেলে তিনি আমাকে পেশিশক্তি প্রয়োগ করে বিদ্যালয় থেকে বের করে দেন। পরে তিনি আমার বিরুদ্ধে একাধিক মিথ্যা মামলা করেন। সে সময় আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় থাকায় ন্যায়বিচার পাওয়া সম্ভব হয়নি। দীর্ঘদিন অর্থকষ্টে থাকতে হয়েছে। অবশেষে সত্যের বিজয় হয়েছে, তা আবারও প্রমাণিত হলো।”

লাঠিসোটা নিয়ে বিক্ষোভকারী জামায়াত নেতাকর্মীদের গ্রেপ্তারে ২৪ ঘণ্টার আল্টিমেটাম

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা শহরে লাঠিসোটা নিয়ে বিক্ষোভকারী জামায়াত-শিবিরের নেতাকর্মীদের গ্রেপ্তারের দাবিতে ২৪ ঘণ্টার

আল্টিমেটাম দিয়েছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)।

গতকাল বুধবার সন্ধ্যায় গাংনী বাসস্ট্যান্ডে আয়োজিত এক বিক্ষোভ সমাবেশ থেকে এ ঘোষণা দেন গাংনী উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলু।

সমাবেশে আসাদুজ্জামান বাবলু বলেন, “আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী যদি ২৪ ঘণ্টার মধ্যে লাঠিসোটা নিয়ে প্রকাশ্যে মহড়া দেওয়া ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার না করে, তবে কঠোর কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে।” একই সঙ্গে দুপুরে জামায়াতের বিক্ষোভ মিছিলে বিএনপি নেতাদের বিরুদ্ধে দেওয়া কুরুচিপূর্ণ স্লোগান প্রত্যাহারেরও দাবি জানান তিনি।

ঘটনার সূত্রপাত হয় বুধবার দুপুরে গাংনী উপজেলা পরিষদের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত উপজেলা আইনশৃঙ্খলা কমিটির মাসিক সভাকে কেন্দ্র করে।

সভায় উপস্থিত হয়ে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী-ঘনিষ্ঠ কাজিপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আলম হুসাইনের বিরুদ্ধে ‘ফ্যাসিবাদী আচরণ’-এর অভিযোগ তুলে তাকে সভা থেকে বের করে দেওয়ার দাবি জানান বিএনপির একাংশের নেতাকর্মীরা। এ সময় সভাকক্ষে উত্তেজনাকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা হস্তক্ষেপ করেন। পরে সেনাবাহিনীর একটি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি শান্ত করে এবং উপস্থিত জনতাকে ছত্রভঙ্গ করে। এ সময় সৃষ্ট বিশৃঙ্খলার জন্য সভায় উপস্থিত সবার কাছে দুঃখ প্রকাশ করেন আসাদুজ্জামান বাবলু।

এর কিছুক্ষণ পর বিকেল চারটার দিকে গাংনী শহরে লাঠিসোটা হাতে বিক্ষোভ মিছিল বের করেন বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির ও জামায়াতের নেতাকর্মীরা। মিছিলটি উপজেলা জামায়াত কার্যালয় থেকে বের হয়ে হাসপাতাল বাজারের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে বাসস্ট্যান্ড এলাকায় গিয়ে শেষ হয়। এ সময় তারা তাদের নেতার ওপর হামলার অভিযোগ তুলে বিএনপি নেতা আসাদুজ্জামান বাবলুর বিরুদ্ধে বিভিন্ন স্লোগান দেন।

এর প্রতিবাদে সন্ধ্যায় পাল্টা বিক্ষোভ মিছিল করেন আসাদুজ্জামান বাবলুর সমর্থক বিএনপি নেতাকর্মীরা। উভয় পক্ষের পাল্টাপাল্টি কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে গাংনী শহরে টানটান উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে।

এ বিষয়ে গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) উত্তম কুমার দাস বলেন, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে পুলিশ সতর্ক অবস্থানে রয়েছে। যে কোনো বিশৃঙ্খল কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

দুপুরের ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্থানীয় রাজনীতিতে উত্তাপ ছড়ালেও প্রশাসন বলছে, বর্তমানে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। তবে বিএনপির দেওয়া ২৪ ঘণ্টার আল্টিমেটাম ঘিরে নতুন করে রাজনৈতিক উত্তেজনা তৈরির আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।

গাংনীতে আইনশৃঙ্খলা সভায় যুবদলের হামলার চেষ্টা, হট্টগোল; জামায়াতের বিক্ষোভ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা আইনশৃঙ্খলা কমিটির সভা চলাকালীন সময়ে কাজিপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আলম হুসাইনের ওপর হামলার চেষ্টা চালায় যুবদলের একটি দল। এ সময় তারা আলম হুসাইনকে মিটিং থেকে বের করে দেওয়ার দাবি জানায়।

এর আগে একটি মিছিল নিয়ে উপজেলা পরিষদের সভাকক্ষে প্রবেশ করে তারা। সে সময় গাংনী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আনোয়ার হোসেনের সভাপতিত্বে আইনশৃঙ্খলা কমিটির সভা চলছিল। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর-২ আসনের জাতীয় সংসদ সদস্য নাজমুল হুদা, গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উত্তম কুমার দাস, গাংনী উপজেলা বিএনপির সভাপতি আলফাজ উদ্দিন কালু, উপজেলা জামায়াতের আমির ডাক্তার রবিউল ইসলাম, উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আব্দুল আওয়াল এবং উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলু।

খবর পেয়ে গাংনীতে অবস্থানরত সেনাবাহিনীর একটি টিম ঘটনাস্থলে এসে লাঠিচার্জ করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। উপজেলা প্রশাসনের সর্বোচ্চ ফোরামের সভায় মিছিল নিয়ে জোরপূর্বক প্রবেশ করায়

পুলিশসহ উপস্থিত সকলে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন।

জেলা ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি নাজমুল হোসেন, যুবদল নেতা সাহিবুল ইসলাম, বিএনপি নেতা আব্দুল গনি ও ছাত্রদল নেতা ইমনের নেতৃত্বে ১৫-২০ জনের একটি দল সভাকক্ষে প্রবেশ করে কাজিপুর ইউপি চেয়ারম্যান ও জামায়াত নেতা আলম হুসাইনকে তুলে নেওয়ার চেষ্টা করে। এ সময় তাদের সঙ্গে সভায় উপস্থিত ব্যক্তিদের ধাক্কাধাক্কি হয়। পরে আসাদুজ্জামান বাবলু সভাকক্ষ থেকে বের হয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করেন। স্থানীয় আর্মি ক্যাম্পের সদস্যরা পৌঁছালে পরিস্থিতি শান্ত হয়।

একটি সূত্র জানায়, ভিজিএফের চালের মোট বরাদ্দের ২৫ শতাংশ দাবি করেন ইউপি চেয়ারম্যান আলম হুসাইন। এ বিষয়টি নিয়ে যুবদলের মধ্যে ক্ষোভ তৈরি হয়। যার কারণে এমন ঘটনার সূত্রপাত হয়েছে বলে অনেকে দাবি করেন।

গাংনী পৌর বিএনপির সভাপতি মকবুল হোসেন মেঘলা বলেন, “উপজেলার সর্বোচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে সভাকক্ষে জোরপূর্বক প্রবেশ করে একজন চেয়ারম্যানকে তুলে নেওয়ার চেষ্টা করা অত্যন্ত দুঃখজনক। তারা যে দলেরই হোক, অপরাধ করেছে। আমি লজ্জিত ও ক্ষমাপ্রার্থী।”

উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলু বলেন, “বিষয়টি অত্যন্ত ন্যাক্কারজনক। উপস্থিত সকলের কাছে আমি ক্ষমাপ্রার্থী। ভবিষ্যতে এমন ঘটনা ঘটলে রাজনীতি ছেড়ে দেওয়ারও অঙ্গীকার করছি।”

উপজেলা বিএনপির সভাপতি আলফাজ উদ্দিন কালু বলেন, “আমাদের উপস্থিতিতেই যারা এমন ঘটনা ঘটিয়েছে তারা সন্ত্রাসী ও চাঁদাবাজ। এদের রুখতে না পারলে গাংনীর বিএনপি মানুষের কাছে ধিকৃত হবে। আমি এর তীব্র নিন্দা জানাই।”

উপজেলা জামায়াতের আমির মো. রবিউল ইসলাম বলেন, “রাজনীতির নামে সন্ত্রাস ও চাঁদাবাজি বন্ধ না হলে গাংনীর আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখা কঠিন হবে। জড়িতদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে হবে।”

গাংনী থানার ওসি উত্তম কুমার দাস বলেন, “ঘটনাটি অনাকাঙ্ক্ষিত। আমরা হতবাক।”

গাংনী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আনোয়ার হোসেন বলেন, “আমরা এমন বাংলাদেশ প্রত্যাশা করি না। আজকের সভায় যা ঘটেছে তার দায় রাজনৈতিক নেতৃত্বকে নিতে হবে। সুষ্ঠু সমাধান না হলে প্রশাসন প্রক্রিয়াগত ব্যবস্থা নেবে।”

সভার প্রধান অতিথি সংসদ সদস্য নাজমুল হুদা বলেন, “এটি শুধু আলম হুসাইনের ওপর হামলার চেষ্টা নয়, আমাদের সবার ওপর হামলা। জড়িতদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নিতে হবে।”

এদিকে বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে গাংনী উপজেলা জামায়াতের উদ্যোগে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের হয়। মিছিলটি বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে এবং ঘটনার তীব্র নিন্দা জানায়।